দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 APR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

021

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সাফল্যের অন্তরায়

প্রত্যেক অভিভাবক চান তাদের সন্তানেরা পড়ালেখা করে শিক্ষিত, মার্জিত, জ্ঞানী ও বিশুদ্ধ রুচিশীল নাগরিক হোক। সে আশায় তাদের কষ্টার্জিত টাকা পয়সা সন্তানের জন্য অকাতরে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন না। ছাত্র জীবনের মৌলিক চাহিদা যেভাবেই হোক তারা পূরণ করেন সন্তানের ভবিষ্যতের কল্যাণ ভেবে। কোন সন্তান ভবিষ্যতে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তাদের গর্বের শেষ থাকে না। তাই যতদিন তার সন্তান পড়া-লেখা শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ না করে ততদিন অকৃপণভাবে তাদের জন্য টাকা-পয়সা ব্যয় করেন।

যদিও পরীক্ষায় ভাল রেজাল্টই জ্ঞান-বৃদ্ধি ও মেধা নির্ণয়ের একমাত্র চাবি কাঠি নয়, তথাপি ভাল রেজাল্টের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের প্রতি তার আগ্রহ ও ঝোঁকটা বুঝা যায়। তাই বিত্তবানরা তাদের সন্তানকে পরীক্ষায় ভাল ফলের জন্য ২/৩ জন গৃহশিক্ষক রাখেন, অনেক বেতন দিয়ে ভাল ভাল স্কুলে পড়ান এবং নিরাপদে যাতায়াতের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করেন। আর যারা শিক্ষিত অথচ আর্থিকভাবে ততটা সচ্ছল নন তারা ছেলে-মেয়েদের নিজেরাই বাসাতে পড়ান। যাতে করে তারা পরীক্ষাতে ভাল করতে পারেন।

কিন্তু আমাদের গ্রাম-প্রধান বাংলাদেশের কৃষক, জেলে, তাঁতী, কামার-কুমার বা দিনমজুরদের পারিবারিক অবস্থা শহরের শিক্ষিত পরিবারের মত নয়। তারা নিজেরা যেমন অশিক্ষিত, তেমনি শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই তাদের অনেকেই স্কুলে যাবার বয়সী ছেলে-মেয়েদের কাছে লাগিয়ে দেন। কারো কারো সন্তান কিছু লেখা-পড়া করলেও একটু উপরের ক্লাসে উঠলে আর চালাতে পারেন না পড়ালেখার খরচ। বই-খাতা, কলম-কালি কেনার মত বাড়তি টাকার ব্যবস্থা করা তাদের অভাবী সংসারে সম্ভব হয় না। তাছাড়া স্কুলের পড়ার চাপ, বাড়ীতে কারো সহযোগিতা না পাওয়া অর্থাভাবে গৃহ শিক্ষক রাখতে না পারায় তাদের রেজাল্ট ভাল হয় না। কাজেই তারা নিরাশ হয়ে পড়ে।

এতসব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও স্কুল-কলেজে ভাল রেজাল্ট করেও অনেকেই উচ্চ-শিক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়তে আসেন। কিন্তু বিগত জীবনে যথেষ্ট মেধাশক্তির পরিচয় দিয়ে আসলেও এখানে খুব কমই তারা ভাল রেজাল্ট করেন। আবার বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এতে হলের ছাত্ররাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে যারা টিউশনি করে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা জীবন দীর্ঘায়িত হবার কারণে তারা অনিশ্চয়তার মাঝে পড়ে। কেননা অনেক দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে তাদের টিউশনি চলে যায়। আবার যখন খোলে তখন অতিরিক্ত ক্লাস, প্র্যাকটিক্যাল এবং পরীক্ষার চিন্তায় তারা অস্থির থাকে। এরই মাঝে তাদের নতুন টিউশনির সন্ধানে থাকতে হয়। এভাবে তাদের পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হতে বাধ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের রেজাল্ট খারাপ হলে পরবর্তীতে তারা ভাল রেজাল্টের আশা ছেড়ে দেয়। কারণ তিন চার বছর মিলিয়ে অনার্স পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। প্রথম এক-দুই বছরের রেজাল্টের ভিত্তিতে পরবর্তীর রেজাল্ট কি হবে অনেকটা বুঝা যায়। তাই কোন রকম চলনসই রেজাল্টের জন্যই তারা দায়সারা হয়ে পড়ে।

বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে মেয়েরা খুব ভাল ফল করছে। কারণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত মেয়েরা আসে তাদের অভিভাবক প্রায় সকলেই বিত্তশালী। তাছাড়া বেশীর ভাগ মেয়ে রাজনৈতিক সংগঠন থেকে দূরে থাকে। অথবা থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে ততটা জড়িত নয়। কাজেই তারা নিশ্চিন্তায় ভালমত পড়াশুনা করতে পারে।

তাছাড়া উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশে-পাশের বাসার ছেলে-মেয়েরাও ভাল রেজাল্ট করে। কারণ তাদের নিরাপত্তা বেশী থাকে। যখন-তখন হল ছেড়ে পালাতে হয় না। বন্ধের মাঝেও লাইব্রেরীতে রীতিমত আসতে-যেতে পারে। পিতা-মাতার কাছে থাকার কারণে তাদের বাড়তি কোন ঝামেলা নেই। কাজেই তাদের রেজাল্ট ভাল হওয়াই স্বাভাবিক। পরীক্ষায় ভাল করার জন্য বৃত্তির টাকা তাদের পকেটেই যায়। কাজেই বৃত্তির টাকার পরিমাণ বাড়ালেও দরিদ্র ছাত্রদের ভাগ্যে তা হয় না, যেমনি পায় না দরিদ্র সন্তানেরা ক্যাডেট কলেজ বা রেসিডিন্সিয়াল কলেজসমূহে ভর্তির সুযোগ। কারণ এসব স্থানে ভর্তির পূর্বেই যেমন প্রস্তুতি নেয়া দরকার, তা তারা নিতে পারে না। ফলে দরিদ্র অভিভাবকরা সন্তানের উচ্চতর শিক্ষার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ে।

উপসংহারে বলতে চাই উচ্চ শিক্ষার দ্বার যাতে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে উদারতার পরিচয় দিতে হবে। সরকার যেন ঘন ঘন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ না করতে পারেন সেদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেন সচেতন থাকেন। তাড়াহুড়ো করে কোর্স শেষ করে পরীক্ষার বোঝা যেন না চাপান, সে ব্যাপারে শিক্ষকদের সহানুভূতিশীল বিবেচনাবোধ থাকা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, দরিদ্র অসহায় ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকের কথা ভেবে সরকার, রাজনৈতিক মহল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং ছাত্র-সংগঠনগুলোর আন্তরিকতা দেশবাসী একান্তভাবে কামনা করে। যাতে শিক্ষার মর্যাদা কোনো অবস্থাতেই ক্ষুণ্ন না হয়। কেননা শিক্ষাই পারবে আমাদের অর্থনৈতিক দৈন্যতা, নীতিহীনতা এবং কু-সংস্কার দূর করতে।

—মোঃ মজিবুর রহমান